প্রথম আলো

তারিখ ...23. AUG. 2015...
পৃষ্ঠা ...১০... কলাম ...৯...

সেন্ট্রাল উইমেন্স ইউনিভার্সিটি

নারীশিক্ষার সারথি

সঞ্জীব মিয়া ●

দিনে দিনে তাঁদের স্বপ্ন যেন ডানা মেলেছে। পড়াশোনা শেষে চাকরি খোঁজার প্রচলিত ধারণায় আটকে নেই তাঁরা। বরং নিজেরাই হতে চান চাকরিদাতা। ব্যবসায় প্রশাসন বিভাগের ফাতেমা তুজ জোহরা হাতেখড়ি নিয়েছেন উদ্যোক্তা হওয়ার, সোশিওলজি অ্যান্ড জেন্ডার স্টাডিজ বিভাগের হনুফা আক্তার উন্নয়নকর্মী হিসেবে কাজ করতে চান নারীদের নিয়ে, কম্পিউটার বিজ্ঞান ও প্রকৌশল বিভাগের নাদিয়া সুলতানা নিজেই গড়ে তুলতে চান আইটি ফার্ম। অথচ বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির আগে তাঁদের লক্ষ্য ছিল একটি চলনসই চাকরির। শিক্ষার্থীদের মধ্যে এমন হাজারো সাহসী স্বপ্নের বীজ বুনে চলেছে সেন্ট্রাল উইমেন্স ইউনিভার্সিটি। বিশ্বায়নের যুগে নারীদের জন্য বিশেষায়িত এ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিটি শিক্ষার্থীকে যেন গড়ে তুলছে পারিবারিক আবহে।

সেন্ট্রাল উইমেন্স ইউনিভার্সিটি ক্যাম্পাসে ১৬ আগস্ট আমরা শিক্ষার্থীদের সঙ্গে এক আড্ডায় মুখোমুখি হই। ব্যবসায় প্রশাসন বিভাগের ফাতেমা তুজ জোহরা বলেন, 'বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিটি শিক্ষা কার্যক্রমে আমাদের উৎসাহ জোগায়। যেকোনো সমস্যায় শিক্ষকেরা এগিয়ে আসেন।'

লেখাপড়ার পাশাপাশি শিক্ষার্থীরা যুক্ত রয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন ক্লাবভিত্তিক কাজের সঙ্গেও। সোশিওলজি ও জেন্ডার ক্লাব, কম্পিউটার ক্লাব, ইংলিশ কনভারসেশন ক্লাব, সংগীত ক্লাব, ড্রামা ক্লাবগুলো বছরব্যাপী নানা আয়োজন করে থাকে। শুধু ক্লাবভিত্তিক কাজই নয়, স্বেচ্ছাসেবী কাজেও তাঁরা পিছিয়ে নেই। কম্পিউটার বিজ্ঞান ও প্রকৌশল বিভাগের তাকলিমা তাসমীম শোনান সে গল্প, 'আমরা বিভিন্ন ধরনের স্বেচ্ছাসেবামূলক উদ্যোগ নিয়ে থাকি। এ বছর "উষ্ণতা" নামে শীতবস্ত্র বিতরণ কার্যক্রম ছিল আমাদের সবচেয়ে বড় কাজ।'

ইংরেজি বিভাগের শিক্ষার্থী টুম্পা সরকার ভালো গান করেন। আমাদের আড্ডার মধ্যে হঠাৎ ঢুকে পড়েন টুম্পা। ক্যাম্পাসে প্রতিটি আয়োজনেই কিনা রয়েছে তাঁর সুরের ছোঁয়া। সবার মুখে টুম্পার তারিফ শুনে গান গাওয়ার আমন্ত্রণ না জানিয়ে থাকা যায়! টুম্পা আমাদের শোনালেন রবীন্দ্রসংগীত।

গান থেকে আমরা আবার চলে যাই গল্পে। পটুয়াখালীর হনুফা আক্তার বলেন, 'আমি সোশিওলজি অ্যান্ড জেন্ডার স্টাডিজ বিভাগে ভর্তি হয়েছি আমার একজন শিক্ষকের পরামর্শে। ভর্তির আগে যা শুনেছি, অর্জনটা তার চেয়ে বেশি।' এবার আমাদের চোখ দীর্ঘক্ষণ নিঃশব্দ থাকে লিপি খাতুনের দিকে। বলতে শুরু করেন লিপি, 'আমার পরিবার থেকে উচ্চশিক্ষার আর্থিক জোগান দেওয়া সম্ভব ছিল না। ঢাকায় প্রথম আলো ট্রাস্ট আয়োজিত অদম্য মেধাবী সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে সেন্ট্রাল উইমেন্স ইউনিভার্সিটির উপাচার্যের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। তাঁকে আমার আর্থিক সীমাবদ্ধতার বিষয়টি জানালে তিনি আমাকে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির ব্যবস্থা করে দেন।' ফলে পরিবারের দারিদ্র্যকে জয় করতে সক্ষম হন এসএসসি ও এইচএসসি উভয় পরীক্ষায় জিপিএ-৫ পাওয়া অদম্য মেধাবী লিপি খাতুন। সিরাজগঞ্জ জেলার শাহজাদপুরের লিপির উচ্চশিক্ষার স্বপ্ন যখন অধরা হয়ে উঠেছিল, তখনই সেন্ট্রাল উইমেন্স ইউনিভার্সিটি এগিয়ে এসেছে তাঁর স্বপ্নসারথি হতে। লিপি খাতুন এখন ব্যবসায় প্রশাসন বিভাগে পড়ছেন। স্বপ্ন তাঁর শিক্ষক হওয়া। এ রকম হাজারো স্বপ্নের সঙ্গী সেন্ট্রাল উইমেন্স ইউনিভার্সিটি।

এই বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতিবছর তিনটি সেশনে শিক্ষার্থী ভর্তি করানো হয়। সোশিওলজি অ্যান্ড জেন্ডার স্টাডিজ, ইংরেজি, ব্যবসায় প্রশাসন এবং কম্পিউটার বিজ্ঞান ও প্রকৌশল বিভাগে নতুন সেশনে ভর্তি কার্যক্রম চলছে। যোগাযোগ : ১ আরকে মিশন রোড (সাবেক *ইত্তেফাক* ভবন), ঢাকা। ফোন : ৯৫৯১৫৫১, ৯৫৬৭৪৯৯, ০১৯১৫৭২১৫৬০, ওয়েবসাইট : cwu.edu.bd